উত্তর মানব

উত্তর মানব

দীপংকর লাহিড়ী

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৭
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
প্রবীর সেন
মুদ্রাকর
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা প্রেস
১০ ডবলিউ. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৬
বাঁধিয়েছেন
গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
৩৮/এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৯
গ্রন্থস্বত্ব : সবিতা লাহিড়ী

পিতৃদেব

৺ফণীন্দ্রমোহন লাহিড়ীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বিপ্রতীপ বিশ্ব

অ্যান্টি কসমসের সংকেত

ব্যাণ্ডি

মুখবন্ধ

মেরুদণ্ডী প্রাণীর সাঁইত্রিশ কোটি বছরের ইতিহাসে বহু পরার্ধ কোটি প্রজাতির প্রাণী এসেছে পৃথিবীর বুকে। তারই ছোট্ট একটা ভগ্নাংশের হদিসমাত্র থেকে গেছে পাললিক শিলার স্তরে জীবাশ্মরূপে। শুরুতে মানুষের মননশীলতা বা 'র‍্যাশনালিটি' ছিল জৈব বিবর্তনের এক বিশেষ অবদান, তবে তার পরবর্তী ইতিহাস হয়তো মানুষেরই তৈরী। কোনো জীবাশ্মবিদই বলতে পারেন না অন্য কোনো যুগে অন্য কোনো প্রাণী থেকে অনুরূপ মননশীল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল কিনা। অন্তত পারিসাংখ্যিক সম্ভাব্যতা বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রোবাবিলিটির দিক থেকে তা অসম্ভব নয়।

অভিধান বলে উপন্যাস মানে বানানো গল্প। 'উত্তর মানব' সে হিসাবে উপন্যাস, আর সাঁইত্রিশ কোটি বছরে অন্যজাতের মননশীল প্রাণীর আবির্ভাব-সম্ভাবনা সে উপন্যাসের উপজীব্য। তবে অ্যাডাপটিভ কনর্ভাজেন্স বা একমুখী বিবর্তন, মোরোপাস, লেপিডোসরিয়া ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সত্য, যেমন ভৌগোলিক সত্য সাইবেরিয়ার পটভূমি।

"হাইলি কোআলিফায়েড, বাইরে যাবি তো যা না! তা বলে গোয়াদালকানাল! অস্ট্রেলিয়া আছে কানাডা আছে, তা না। ওখানে কিসের লোভে গেল ও? টাকা পয়সা? অ্যাবসার্ড! যেখানে মানুষ এখনো জামাকাপড় পরতেই শেখেনি সেখানে কোনো ভদ্রলোক যায়! তাও বরাবরের জন্য! আশ্চর্য!"

আশিস্ একবার ওর মুখের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। সিতাংশু কিন্তু খোঁচা দেবার সুযোগটা ছাড়ল না। মুখটা ছুঁচলো করে বলল, ওমিট ছেড়ে দে সুকৃতের কথা, ওটা তোর ডিপার্টমেণ্টের বাইরে। ঠিক বুঝবি না। তুই বরং ওঠ এখন, দেরী করলে শেয়ালদার জ্যাম-এ পড়বি। ড্রাইভিংটা তো তোর এখনো ভাল রপ্ত হল না!

বাধ্য ছেলের মতো উঠে পড়ল অমিত। বেশ বোঝা গেল ও সিতাংশুকে যথেষ্ট সমীহ করে। সিতাংশুরও তাড়া ছিল। ওরা রওনা হল। আমি আর আশিস একটু থেকে গেলাম,—পূজার ছুটি পড়ে গেছে, কলেজ বন্ধ। আর আমাদের তো বাহন 'ফর্টি সিটার', বরং একটু দেরী করে বেরোলে অফিসের ভিড়টা পাতলা হবে।

আশিস্ ওদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর স্বগতোক্তি করল, হামবাগ! সিতাংশু যে কেন ব্যাটাকে পাত্তা দেয় বুঝি না। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, পরশু থেকে ভাবছি সুকৃতের কথাগুলো। তুই নিশ্চয়ই জানিস সব? কিছু বললি না তো সেদিন?

আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। বললাম, কি আবার বলব?

আশিস্ মুখটা এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, কেন? কখনো কি ভেবে দেখেছিস যদি একজন আর একজনের মনের কথা জানতে পারে তবে সৃষ্টি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এই সাতদিনেই তো ও আমার সব ধারণা উল্টেপাল্টে দিয়ে গেছে, আর তুই তো আগেই শুনেছিস?

অবশ্য আশিস্ অভিযোগ করতেই পারে কারণ সুকৃৎ আমাকে যা যা বলেছিল